

দৈনিক
কীর্তনাখাণা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ বুধবার ॥ ০৬ মে ২০২৬ ॥ ১৭ জিলকুদ ১৪৪৭ ॥ ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৩৪৩ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

মম্বাদকীয় সুরক্ষাবলয় তৈরি করা জরুরি

দেশের অর্থনীতির ঢাকা ঠিকমতো চলছে না। নতুন বিনিয়োগ নেই। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি। শিল্প ও কৃষি উভয় খাতই ধুকছে। অপরিহার্য নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি পাষ্ট্রা দিয়ে বেড়ে চলেছে স্কুল-কলেজের ফি, চিকিৎসা ব্যয়, যাতায়াত ভাড়াসহ সামগ্রিক জীবনযাত্রার খরচ। মানুষের আয় না বাড়লেও ব্যয় বেড়েছে অনেক। জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ স্বপ্নশূন্য হয়ে পড়েছে। তারা ভবিষ্যতের জন্য রাখা সামান্য সঞ্চয় ভেঙে নিতাদেশের খরচা মেটাচ্ছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, একটি দেশের অর্থনীতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্ব অপরিমীম। তারাই দেশের অর্থনীতিকে মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সহায়তা করে। নিয়মিত কর দেয়, সঞ্চয় করে, অব্যাহত নতুন নতুন পণ্য ক্রয়ের মধ্য দিয়ে বাজারে চাহিদাও তৈরি করে। এ কারণে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে বাংলাদেশে মধ্যবিত্তদের জন্য এখন পর্যন্ত এ ধরনের সুরক্ষাবলয় নেই, বরং প্রতিবছর বাজেট মধ্যবিত্তের ওপর করের বোঝা ভারী করা হয়। বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের মোট সংখ্যা সুনির্দিষ্ট না হলেও এই সংখ্যা তিন কোটির নিচে নয়, যা মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ২০ শতাংশ। বেস্টম কমার্শিয়ল গ্রুপের হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবছর ২০ লাখ লোক নতুন করে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে যুক্ত হচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংকটের বড় কারণ নির্দিষ্ট আয়। তার পরও নির্দিষ্ট মানিক আয় থেকে বাঁচিয়ে অল্প হলেও সঞ্চয়ের মানসিকতা থাকে তাদের। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক, দেয়ালে চিঠি ঠেকে গেছে। তাই বিপদ-আপদে ভরসার সঞ্চয়ও আর ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য বলছে, গত ছয় মাসে সঞ্চয়রূপে জমার পরিমাণ ৩২ হাজার কোটি টাকা হাড়িয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, বর্তমানে উচ্চ মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশের এক-তৃতীয়াংশ পরিবার এখন স্বর্ণনির্ভর হয়ে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মানিক গড় আয় ছিল ৪৫ হাজার ৫৭৮ টাকা, সেটি এখন প্রকৃত অর্থে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার ৫৭৮ টকায়। অর্থনীতি বিশ্লেষক ও শিল্পানিশালা এন্ট্রপ্লেস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মামুন রশীদ মনে করেন, দেশের অর্থনীতির টেকসই বৃদ্ধির পূর্বসূরী হলো মধ্যবিত্তের হাতে বাড়তি অর্থের প্রবাহ রাখা। বাজারে চাহিদা তৈরি ও নতুন পণ্যসেবার প্রসারে মধ্যবিত্ত শ্রেণি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব কারণে বিভিন্ন দেশের সরকার নীতিনির্ধারণে মধ্যবিত্তের হাতে তুলনামূলক বেশি অর্থ রাখার বিষয়ে সচেতন থাকে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিনআই) সভাপতি ও ইফান গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান তাসকীন আহমেদ বলেনছেন, ‘বর্তমানে প্রেক্ষাপটে উদীয়মান মধ্যবিত্তই দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। কায়েমি আদমেরও উচিত দেশের প্রকর্মবলম মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য বিশেষ সুরক্ষাবলয় তৈরি করা।’ আর কয়েক দিন পর আসছে নতুন বাজেট। এটি রিএনফোর্স নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম বাজেট। আমরা আশা করছি, এই সরকার দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সুরক্ষায় বিশেষ নজর দেবে। দীর্ঘ মেয়াদে কঠামোগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে। এ লক্ষ্যে কর্মসূচ আয়সীমা বাড়ানো, করছাড়, স্বাস্থ্য বীমায় সরকারি ভূক্তিকি, স্বল্প সুদে আবাসন স্বর্ণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

এরশাদের মতো দেশ

বলেছেন, হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ যেমন সারা দেশে প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, তারেক রহমান ঠিক এরশাদের মতোই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাচ্ছেন। তিনি বলেন, তারা বারবার গণতন্ত্রকে তাদের একমাত্র রাজনীতির বস্তু হিসেবে ব্যবহার করেছেন বিপর্য ১৭/১৮ বছর। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পরপর তারা গণতন্ত্র ভুলে গেছেন। তারা এখন সব জায়গায় ধরে ধরে নিজদের লোক বলিয়ে দিয়েছেন। যারা জনপ্রতিনিধি হতে বার্থ হয়েছেন, নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন এবং যারা নির্বাচনে মনোনয়ন বিস্কৃত হয়েছেন। তাদের দিয়ে এখন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো চালানোর পায়তারা চলছে। মঙ্গলবার (৫ মে) রাজধানীর বাংলাদেশের রূপায়ণ টাওয়ারে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে রাজনৈতিক ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার নাগরিকের যোগদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ক্ষমতাসীন সরকারকে আহ্বান জানিয়ে অসিফ মাহমুদ বলেন, আপনারা দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও স্থানীয় সরকারের যে অচল অবস্থা আছে, সেটা ভেঙে জনগণকে জনগণের যে সেবার যে কাজ সেটা অব্যাহত রাখার জন্য স্থানীয়ভাবে নির্বাচন আয়োজন করুন। নইলে এরশাদের মতো দেশ চালালে এরশাদের মতোই পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে সেটা মাথায় রাখবেন। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন প্রসঙ্গ টেনে এনসিপির মুখপাত্র বলেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী হলেন। আমরা দেখছি যে বিগত সময়ে যারা পশ্চিমবঙ্গের সরকারে ছিলেন তাদের সঙ্গে খুব সুসম্পর্ক না থাকলেও তারা বাংলাদেশকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করেছেন। এখন আমরা বর্তমানে যারা আছেন তাদের থেকে সেরকমটা ছিল না। আমরা তাদের আহ্বান জানাবো, আপনাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কথা না বলাই ভালো। তিনি বলেন, আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় দেখার জন্য বাংলাদেশের দলগুলোই যথেষ্ট। আমরা এটাও শঙ্কা প্রকাশ করছি, যে উগ্রপন্থীরা সেখানে ক্ষমতায় আসছে, আগামীতে আমাদের সম্পর্ক কেমন হবে? কিবো পরিস্থিতি কিরকম হবে? এটা নিয়ে এখন আমাদের শঙ্কা আছে। আমরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য আমাদের রাজনৈতিক লড়াই অব্যাহত রাখবে। এ সময় আরও উপস্থিতি ছিলেন এনসিপির স্থানীয় সরকার (উপজেলা ও পৌরসভা) নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সমন্বয়ক সারজিত আলম, সংসদ সদস্য ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদসহ আরও অনেকেই।

এত চমৎকার নির্বাচন

ও অসামরিক বাহিনী একসঙ্গে কাজ করলে যেকোনো কঠিন কাজও সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব, এ নির্বাচন তার প্রমাণ। মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনে বক্তব্য দিতে গিয়ে সেনাপ্রধান এসব কথা বলেন। সম্মেলনের আগে নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টাও বক্তব্য দেন। সেনাপ্রধান বলেন, ‘আমি আপনাদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা জাতিকে একটি চমৎকার নির্বাচন উপহার দিয়েছেন। আমরা পাশে ছিলাম, কিন্তু নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব পুরোপুরি আপনাদের ওপরই ছিল।’ সেনাপ্রধান বলেন, ‘একসময় দেশে আশা-নিরাশার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। অনেকেই বলেছিলেন, নির্বাচন হবে না। কিন্তু আমরা সেটিকে ভুল প্রমাণ করে দেশ ও জাতিকে একজ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে এনেছি। এটি ছোট্ট কোনো অর্জন নয়।’ ডিসিদের উল্লেশে সেনাপ্রধান বলেন, ‘যেকোনো প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর সহায়তা চাইলে তা দ্রুত পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট সেনা ফরমেশনকে জানালে তারা তাৎক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করবে। দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা অন্য যেকোনো পরিস্থিতিতে আপনাদের সহযোগী করতে তারা প্রস্তুত রয়েছে।’

শাঁপলা চতুরে হতাকাণ্ডে

কমিশন গঠন করার দাবি জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। একই সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তরূপে শাস্তি নিশ্চিত করার দাবিও জানান তিনি। মঙ্গলবার (৫ মে) গণমাধ্যমে পাঠানো এসব দাবি জানিয়েছেন জামায়াতের আমির। বিবৃতিতে শফিকুর রহমান বলেন, ২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানী ঢাকার শাঁপলা চতুরে সংঘটিত নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনার একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য তদন্ত কমিশন গঠন করে প্রকৃত ঘটনা জরিপর সামনে উপস্থাপন এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি। দেশের ইতিহাসে

এই ঘটনাকে একটি বেদনাবিধুর ও কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে আখ্যা দেন বিরোধীদলীয় নেতা। তিনি বলেন, সেদিন ধর্মপ্রাণ তাওহীদী জনতার ওপর যে নির্মম অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, তা জাতির বিবেককে গভীরভাবে নান্দা দিয়েছিল। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড মানবতা, ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী একটি জঘন্যতম ঘটনা। জামায়াত আমির আরও বলেন, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত এ ঘটনার সূত্ব, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য বিচার না হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। এই মর্মান্তিক ঘটনার সূত্ব ও নিরপেক্ষ বিচার এখনো সম্পন্ন না হওয়ায় ভুক্তভোগী পরিবারগুলো ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং দেশের জনগণের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি কোনো সভ্য রাষ্ট্রে কাম্য হতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মতপ্রকাশের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত বলে উল্লেখ করেন শফিকুর রহমান। সেই অধিকারকে দমন করতে শক্তি প্রয়োগ এবং প্রাণহানির ঘটনা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সভ্য উদুঃঘাটন এবং দায়ীদের আইনের আওতায় আনা অত্যন্ত জরুরি।

এক বছরের মধ্যেই সব

পল্টা উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মঙ্গলবার (৫ মে) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের শৃষ্ঠ অধিবেশনে অংশ নেওয়া শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে স্থানীয় সরকারবিষয়ক এ অধিবেশনেই হয়। মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমরা আগেও বলেছি, এখানে বরাহি- আমরা চাই, চেষ্টা করবো, এক বছরের মধ্যে আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার জন্য।’ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে ‘শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করতে পারলে রাষ্ট্র শক্তিশালী হবে।’ ডিসি সম্মেলনে আমরা তাদের সামনে এই কথাটাই বলার চেষ্টা করেছি।’ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের সরকারের, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেত্বাা কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে।’ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার তাগিদ দিয়ে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেন, ‘সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমরা ডিসিদের বলেছি জনগণকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করতে হবে। কারণ জনগণই এই দেশের মালিক। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষই সবকিছু নির্ধারণ করে।’ ডিসি সম্মেলনের গুরুত্ব ভুলে ধরে মির্জা ফখরুল জানান, সরকারের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের এমন মতবিনিময় অত্যন্ত ফলপ্রসূ। ভবিষ্যতে এ ধরনের মতবিনিময় ও যোগাযোগ আরও বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

বাউফলে টয়লেট নির্মাণে

ব্যবহারের জন্য টয়লেটটি নির্মাণ করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইউ) রাজস্ব তহবিলের আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। নির্মাণ শেষে টয়লেটের দেয়ালে স্থাপিত নামফলকে ব্যয় লেখা হয় ১ কোটি ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৯০ টাকা। একটি ছোট অবকাঠামোর জন্য এমন ব্যয়ের অঙ্ক দেখে স্থানীয়দের মধ্যে বিস্ময় দেখা দেয়। পরে কয়েকজন যুবক বিষয়টি ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করলে তা দ্রুত ভাইরাল হয়ে পড়ে। অনলাইনে অনেকেই এটিকে দুর্নীতির উদাহরণ হিসেবে আখ্যা দেয়। কেউ কেউ ব্যঙ্গ-বদুদপূর্ণ মার্যমে প্রতিক্রিয়াও জানান। এতে বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। তবে সরেজমিন খোঁজবহার ও সর্বেশ্রষ্ট রিপোর্টের বক্তব্যে জানা গেছে, প্রকৃত ব্যয় প্রায় ১ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯৯ টাকা ৯৩ পয়সা। নামফলক তৈরির সময় ভুলবশত অতিরিক্ত শূন্য যুক্ত হওয়ায় এই বিবস্তির সৃষ্টি হয়েছে। মসজিদ কমিটির সভাপতি আব্দুল করিম হাওলাদার জানান, নামফলকে উল্লিখিত ব্যয়ের অঙ্ক দেখে তারাও বিস্মিত হয়েছেন। পরে খোঁজ নিয়ে প্রকৃত তথ্য জানতে পারেন। বাউফল উপজেলা প্রকৌশলী আরজুন্সুল হক জানান, এটি সম্পূর্ণ প্রিস্টিংজনিত ভুল। বিষয়টি জানার পর সরকারিদের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও একই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের কারণে বিবাস্তি তৈরি হয়েছে, যা দ্রুত ঠিক করা হচ্ছে। এদিকে স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বিষয়টি অতিরঞ্জিত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। সচেতন মহলের মতে, সরকারি তথ্য প্রকাশে আরও সতর্কতা প্রয়োজন। পাশাপাশি যাচাই-বিস্তাই ছাড়া কোনো তথ্য প্রচার না করার বিষয়েও সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

বরিশাল মহানগর পুলিশের নতুন

ডিআইজি এবং পুলিশ সুপার (এসপি) পদমর্যাদার ৩৯ কর্মকর্তাকে একযোগে বালি ও নতুন পদ পদায়ন করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের (বিএমপি) নতুন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ডিআইজি মো. আশিক সান্দকে। বিদায়ী বিএমপি কমিশনার মো. শফিকুল ইসলামকে টুরিস্ট পুলিশে বদলি করা হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী মহানগর পুলিশ (আরএমপি) কমিশনার মো. জিল্লুর রহমানকে সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে বালি করা হয়েছে। আরএমপির নতুন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন এসবির ডিআইজি মোহা. ফয়েজুল করির।

৩০ লাখ টাকায় মুক্তি মিলবে লিবিয়ায়

দুটি ধানায় জানালো মাফিয়ার। কিন্তু হয়ে তাকেও খুঁজতে শুরু করে। জীবনের নিরাপত্তারানতায় এরফল গত ৩০ মার্কি বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন এবং বোন নিগা বেগমকে সঙ্গে নিয়ে প্রবাসী কলাগ মন্ত্রণালয়ে ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের বিষয়টি জানানো পেরে মাফিয়ার আসাদুলের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। নির্যাতনের মাত্রা সইতে না পেরে ডিভিও কলে আসাদুল তার জীবন বাঁচানোর আকূতি জানান। নিরুপায় হয়ে পরিবার সুদে ৩ লাখ ও স্বত্বরবাড়ি থেকে ২ লাখ টাকা জোগায় করে বেবাবার ও সোমবার ব্যাংক ও বিকাশের মাধ্যমে মাফিয়ারের ৪ লাখ টাকা প্রদান করে। কিন্তু মাফিয়ারা জানিয়ে দেয়, দুই দিনের মধ্যে বাকি টাকা না দিলে আসাদুলকে কেটে ৪ টুকরো করে মরুভূমিতে ফেলে দেওয়া হবে। ছেলের এমন পরিণতিতে দিশহারা পিতা আবু বক্কিয়ার বলেন, ‘ফিয়ারা ৩০ লাখ টাকা চায়, দুই মাসে এক টাকাও জোগাড় করতে পারি নাই। ছেলেকে খুলিয়ে পিসাচ্ছে, শরীর থেকে রক্ত বারবে। সম্পত্তি থাকলে বন্ধু করে টাকা দিতাম। একজন পিতা হয়ে ছেলের এমন ক্রিয়ণ পরিণতি দেখে কীভাবে সইব? সরকারও প্রশাসনের কাছে দাবি, আমার কলিজার টুকরা বাবারে আইনা দেন।’’ আসাদুলের মা বকুল বেগম ও স্ত্রী নিগা বেগমও কান্নায় ভেঙে পড়ে স্বামীকে উদ্ধারের জন্য প্রশাসন ও সরকারের কাছে আকূতি জানিয়েছেন। বাবার ফেরার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে আসাদুলের দুই ছেলে হাফিজ ও শামিম। মা বকুল বেগম বলেন, ‘ওরা টাকার জন্য আমার ছেলেকে খুলিয়ে পিসাচ্ছে এবং চাকু দিয়ে শরীর থেকে রক্ত বরাচ্ছে। আমি তো একজন মা, তা দেখে কীভাবে সহ্য করব? আমাদের সহায়-সম্মল কিছুই নেই। কীভাবে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনব? দুই মাসে আমাদের নাওয়া-খাওয়া, ঘুম নেই। কীভাবে বেঁচে আছি, আল্লাহ জানেন।’’ স্ত্রী নিগা বেগম বলেন, ‘‘বাকি টাকা দুই দিনের মধ্যে না দিলে বাতাকে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিয়েছে। স্বামী আমাকে বলে বাঁচাও এখন আমি কী করব? আমি কীভাবে তাকে বাঁচাব?’’ এ ব্যাপারে আগৈলঝাড়া উপজেলা

নির্বাহী কর্মকর্তা লিখন বনিক বলেন, লিবিয়ায় এক যুবককে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের বিষয়টি মিডিয়া কর্মীর মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি। ওই পরিবার আমার কাছে লিখিতভাবে জানালে ওই কপি আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করব।

বিশ্বজুড়ে নতুন আতঙ্ক

যা দ্রুত মিউটেশন ঘটাতে পারে। সাধারণত ইদুরজাতীয় প্রাণীর দেহে এই ভাইরাস বাস করে এবং তাদের মলমূত্র, লালা বা দেহাবশেষ থেকে মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ২০২৫ সালে বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে, যখন অকারজয়ী অভিনেতা জিন হ্যাকম্যানের স্ত্রী এই সংক্রমণে মারা যান বলে খবর প্রকাশিত হয়। সেই ঘটনার পর থেকেই ভাইরাসটি নিয়ে সাধারণ মানুষের আত্মহ বাড়়ে। এবার সমুদ্রের মাঝখানে একটি প্রমোদতরিতে সন্ধ্যা সংক্রমণ আতঙ্কে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। হাটোভাইরাসে সরাসরি বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। বিশেষ করে যেখানে ইদুরের উপস্থিতি বেশি, সেখানে ঝুঁকি বাড়়ে। গুদামঘর, খামার বা পুরানো বাড়িতে জমে থাকা মূল্য ও ময়লার মাধ্যমে এই ভাইরাস সহজেই ছড়াতে পারে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, সংক্রমণের শুরুতে এর লক্ষণ খুব সাধারণ- জ্বর, মাথাব্যথা, পেশির ব্যথা, দুর্বলতা। ফলে অনেক সময় রোগটি ধরা পড়ে না। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। ভাইরাসটি শরীরে ঢোকার পর প্রথমে ফুসফুস ও কিডনিকে আক্রমণ করে। ধীরে ধীরে এটি শ্বাসনালিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ফুসফুসে মারাত্মক সংক্রমণ তৈরি করে। এর ফলে দেখা দেয় হাটোভাইরাসে পালমোনারি সিনড্রোম’ যেকোনে রোগীর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, ফুসফুসে পানি জমে যায় এবং দ্রুত জীবনকালট দোখা দিতে পারে। সংক্রমণে ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু অঞ্চলে এই ভাইরাসের কারণে হেমেরেজিক ফিভার উইথ রেনাল সিনড্রোম, দেখা যায়, যা কিডনির ক্ষতি এবং রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়ায়। সবচেয়ে ভয়াবহ তথ্য হলো, এইচপিএস আক্রান্তদের মৃত্যুহার প্রায় ৩৮ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। ফলে এই ভাইরাসকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। হাটোভাইরাসের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা এখনো নেই। চিকিৎসা বলতে মূলত উপসর্গ অনুযায়ী সাপোটিভ কেয়ার দেওয়া হয়- বিশ্রাম, পর্যাপ্ত পানি পান এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ। গুরুতর অবস্থায় রোগীকে ভেন্টিলেটর বা উন্নত লাইফ সাপোর্টে রাখতে হয়। সংক্রমণের পর লক্ষণ প্রকাশ পেতে ১ থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এই দীর্ঘ নীরব সময়’ ভাইরাসটিকে আরও বিপজ্জনক করে তোলে, কারণ অনেক ক্ষেত্রে রোগ শনাক্ত হতে দেরি হয়।

ঝড়-বৃষ্টির দাপট শেষে

বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বুধবার (০৬ মে) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘটায় ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বৃ্হস্পতিবার (০৭ মে) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘটায় রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শুক্রবার (০৮ মে) সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। শনিবার (০৯ মে) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘটায় রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে এবং সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। এছাড়া আগামী পাঁচদিন পর তাপমাত্রা আরো বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

হাম ও হামের উপসর্গ

সংখ্যা ২৬৩ জন। ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচ হাজার ৭২৬ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৪২ হাজার ৯৭৯ জন। এখন পর্যন্ত হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৯ হাজার ৮৩১ জন এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ২৬ হাজার ৩৬৮ জন।

পিরোজপুরের স্থগিত সড়ক প্রকল্প

ঠেঁকে বিশেষজ্ঞদের উঠে আসে দুর্নীতির কারণে স্থগিত হয়ে থাকা কাজটিদ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেন। এছাড়াও পিরোজপুরের সার্বিক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে একাধিক প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করা হয়। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্টা উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও পিরোজপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য আহমেদ সোহেল মঞ্জুর, পিরোজপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমিন দুলাল, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব শহীদুল ইসলাম, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী বেলাল হোসেন এবং মনিটরিং ও ইভালুয়েশন বিভাগের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন খানসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রধানকর্তা কর্মকর্তারা। বৈঠক শেষে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার ফলে পিরোজপুর জেলার স্থগিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনদুশ্পর কমবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

১০ দফা দাবি আদায়ে বিএম

আন্তবিভাগ ও বহির্বিশিভাগে খেলাধুলা নিশ্চিত করা এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করা, আন্দোলনকারী তৃতীয়া বর্ষের ছাত্র আবির সিকদার প্রকাশন, কর্তৃপক্ষকে দেশের চার্জের সব খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। নতুবা তাঁরা কঠোর কর্মসূচি দিবেন। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা পরে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে সামনের সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেশ করেন। এ ব্যাপারে বিএম কেন্দ্রের উপাধ্যক অধ্যাপক এ টি এম রাশেদুল ইসলাম বলেন, গত তিন দিন ধরে কলেজের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা পৃথকভাবে দাবি জানিয়েছেন। আজও তৃতীয়

বর্ষের শিক্ষার্থীরা স্মারকলিপি দেন। পরে অধ্যক স্মারকলিপির প্রতিটি বিষয় ধরে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেগুলো বাস্তবায়ন হয়নি, সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। এতে শিক্ষার্থীরা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেছেন। বর্তমানে ক্যাম্পাস শান্ত আছে।

কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের

জানান, রাস্তায় পানি জমে গেলে ব্যটারি ও মোটোর পানি ঢুকে অটোরিকশা বিকল হয়ে যায়, ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। দিনে যে কয়টা টাকা রাজগার হয় তা দিনশেষে অটোরিকশা মেরামত করতে শেষ হয়ে যায়। বিসিসির হিসাব শাখার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পরিচ্ছন্নতা খাতে ৬০ লাখ টাকা বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া জরুরি পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের জন্য চলতি অর্থবছর আরও ১৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলছেন, এ বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বিসিসির পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা ইউসুফ আলী বলেন, জলাবদ্ধতা রোধে ড্রেন, নালা ও খাল পরিষ্কারের জন্য নিয়মিত কাজেও বরাদ্দ থাকে। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের খাল খনন প্রকল্প কতটা কার্যকর হয়েছে, সে বিষয়ে তারাই ভালো বলতে পারবে। এ ব্যাপারে বিসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী বলেন, নগরীর জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান বড় পরিসরে খাল খনন প্রয়োজন। এজন্য নগরীর ২৯টি খাল পুনঃখননের লক্ষ্যে ৭৫৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জলাবদ্ধতা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে নাগরিক সংগঠন বরিশাল সাধারণ নাগরিক সমাজ (বোনাস) এর আহ্বায়ক কাজী মিজানুর রহমান বলেন, শুধু খাল খনন নয়, অপরিকল্পিত নগরায়ণ নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। তিনি নগরীর মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সৌদি আরবে মারা

সদরের মো. নাসিরউদ্দিন বিশ্বাস (৫৮) ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর মডেলের মাহফুজা বেগম (৫২) মক্কাই উত্তেকাল করেছেন। তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। আন্দিকে এখন পর্যন্ত ১১৮টি হজ ফ্লাইটে সৌদি পৌছেছেন ৪৬ হাজার ৫১৪ জন বাংলাদেশি হজযাত্রী। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী ৪ হাজার ৭১ জন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী ৪ হাজার ৪৪৩ জন। এখন পর্যন্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ৫৪টি, সৌদি এয়ারলাইন্সের ৪৩টি ও ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স পরিচালিত ফ্লাইট সংখ্যা ২১টি। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২৬ মে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এবার বাংলাদেশ থেকে মোট ৭৮ হাজার ৫০০ জন হজ পালন করবেন। এর মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৭৩ হাজার ৯৩৫ জন এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ৫৬৫ জন হজযাত্রী রয়েছেন। গত ১৮ এপ্রিল ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ বছরের হজ ফ্লাইট কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আগামী ৩১ মে পর্যন্ত সৌদি আরবে যাওয়ায় ফ্লাইট চলবে। হজ শেষে ৩০ মে ফিরতি ফ্লাইট শুরু হবে। দেশে ফেরার ফ্লাইট শেষ হবে আগামী ৩০ জুন।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অযথা উদ্বেগের কিছু নেই: বাণিজ্যমন্ত্রী

স্কীর্টমথোলা ব্রেক

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্য চুক্তিকে পারস্পরিক স্বার্থে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে বাণিজ্যমন্ত্রী মদনকার আব্দুল মুজাদ্দির বলেনছেন, যেকোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি দুই পক্ষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এতে উভয় পক্ষের স্বার্থের বিষয়গুলো বিবেচনা নিয়েই একটি ‘ইউন-ইউন’ পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। কায়েমি এই চুক্তি নিয়ে অযথা উদ্বেগের কিছু নেই। মঙ্গলবার (৫ মে) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সরকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেকন লিঙ্ক-এর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার এই চুক্তির সূচনাকারী নয়, তবে রাষ্ট্রীয় ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে এটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। রাষ্ট্রের মাধ্যমে সম্পাদিত কোনো চুক্তি ব্যক্তিগত চুক্তির মতো নয় যে ব্যক্তিমাধ্যমে বাতিল করা যাবে। এটি একটি বাস্তবতা এবং আমরা সেটিকে দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রদায়কে সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগাতে চাই। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত প্রক্রিয়া (ইনভেস্টিগেশন) শুরু করা হয়েছে, যা বিদেশে বিলাদেশে ব্যাখ্যা চেয়েছে এবং প্রাণ্ড ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান ও পর্বেক্ষণ জানানো হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছি, বিদ্যমান চুক্তির প্রেক্ষাপটে এ ধরনের তদন্ত শুরু না হলে তা আরও ইতিবাচক হতো। বাংলাদেশের উৎপাদন ও বাণিজ্য বাস্তবতা ভুলে ধরে তিনি বলেন, দেশে কোনো ক্ষে্রেই ‘ওভার ক্যাপাসিটি’ নেই এবং বাংলাদেশ ডাপ্পিং করে এমন অভিযোগও জিতিয়া না। আমরা অধিকাংশ পণ্য আমদানি করি। যেগুলো রপ্তানি করে, বিদেশ করে তৈরি পোশাক খাত তা কঠোর আন্তর্জাতিক কমপ্রায়সের মধ্যে পরিচালিত হয়। সেখানে শ্রম আইন লঙ্ঘন বা শিশুশ্রমের কোনো সুযোগ নেই তিনি যোগ করেন। চুক্তি বাতিলের গ্রন্থে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সঙ্গসময় দেশের স্বার্থকে আত্মধিকার দেয়। কোনো চুক্তির কোনো ধারা যদি বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থি হয়, তা সংশোধনের সুযোগ সেই চুক্তির মধ্যেই রয়েছে। তিনি এটিকে ‘সেলফ কান্ট্রিঃ এলিমেন্ট’ হিসেবে উল্লেখ করেন। মন্ত্রী আরও বলেন, চুক্তির মধ্যেই সংশোধন বা সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় বিধান রয়েছে। তাই এটি নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ বা আতঙ্কের কোনো কারণ নেই। বৈঠকে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জেদারদারহ বর্জিত পারস্পরিক স্বার্থসংকটেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব (কমিন দায়িত্ব) মো. আবদুর রহিম খান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ঝালকাঠিতে সাংবাদিকের কুপিয়ে জখম

রাজাপুর প্রতিনিধি
ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় এক সাংবাদিককে কুপিয়ে জখম করেছে সংস্কারী। মঙ্গলবার বিকাল ৪টার দিকে উপজেলায় সদর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে রাজাপুর থানার ওপি সুজন বিশ্বাস জানান। আহত মঙ্গল হক লিপু দৈনিক দেশ রূপান্তর ও এটিএন নিউজের জেলা প্রতিনিধি এবং ঝালকাঠি প্রেস ক্লাবের সদস্য। আহত সাংবাদিক মঙ্গল হক লিপু বলেন, কয়েকদিন আগে তার চাচাতো বোনের একটি পানির মোটর চুরি হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আছলাম হোসেনের ছেলে শান্ত (২৫), চুন্ন সিকদারের ছেলে রিজন সিকদার (২২), শাকিল সিকদারসহ সাত-আটজন তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তারা ধারোলা অস্ত্র দিয়ে তাকে এলোপাচারি কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। তার চিংকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি চিকিৎসা নেন। মঙ্গল হক লিপু বলেন, তিনি এখন থানায় আছেন। অভিযোগে চিহ্নিতরা। স্থানীয় একজন বলেন, ‘‘শান্ত এর আগেও একটি মাদক মালদার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।’’ রাজাপুর সার্কেলের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ সুপার মো. শাহ আলম বলেন, অভিযোগে গ্রেপে বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঝালকাঠি প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দ্রুত জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

বৈচিত্র্যনাথানা

আঞ্চলিকতাই প্রতিদিন

ভোলায় অস্ত্র-গুলি ও মাদকসহ সন্ত্রাসী

একপর্যায়ে লক্ষটি ইলিশা ও তুলাতুলির মধ্যবর্তী এলাকায় আসছেই লঞ্চ ঘামিয়ে কোস্টগার্ড সদস্যরা তড়াশি শুরু করেন। এ সময় জাকিরের নেয়া কেবিন থেকে একটি একল্লা বন্দুক, চার রাউন্ড তাজা গুলি ও দুই কেজি গাঁজাসহ সন্ত্রাসী জাকির হোসেন ফরাাজীকে আটক করা হয়। আটককৃত জাকির ফরাাজী ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ দিম্ফলদী ইউনিয়নের কোরািলিয়া খায়েরহাট এলাকায় বাসিন্দা। তিনি বিভিন্ন রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার পাশাপাশি একাধিক মামলার আসামি। একই সঙ্গে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি মাদক ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে। এ ব্যাপারে কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা সে. সাকির আলম সূজন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোলায় মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে কর্তৃফলী- ১৩ লক্ষের একটি কেবিন থেকে অস্ত্র, গুলি ও মাদকসহ সন্ত্রাসী জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাগরে মিলছে না কাঙ্ক্ষিত মাছ, বৈরী

লোকসানের মুখে পড়ছেন তারা। অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ট্রলারের ইন্ধন, যন্ত্রপাতি ও মেরামত খরচ বেড়ে যাওয়ায় বার বহুতর বৃদ্ধি পরেয়েছে। জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্যও তাদের জন্য বড় চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাথরঘাটা উপজেলার সদর ইউনিয়নের পদ্মা গ্রামের জেলা মো. নাসির মাঝি বলেন, ‘আগের মতো মাছ আর পাওয়া যায় না। এ ছাড়া গত কয়েক দিন বড়-ঝুড়ি গেছে। এর মধ্যেই ছয় বার গভীর সাগরে গেছি, মাত্র একবার মাছ পেয়েছি। এতে খরচ ওঠানোই দায় হয়ে গেছে।এখন সাধারণ মখিদেরে পাওয়াও দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।’ তিনি আরো জানান, প্রতিবার সাগরে যেতে জ্বালানি ও খাদ্যসহ প্রায় ২ থেকে ৩ লাখ টাকা খরচ হয়। একবার মাছ পেয়ে প্রায় ৯ লাখ টাকার বিক্রি করলেও বাকি পাঁচ বারে মোট বিক্রি হয়েছে প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এতে লাভ তো দূরের কথা, ক্ষণের বোঝাই বাড়ছে। জেলসেদের অভিযোগ, মাঝেমধ্যে জলদস্যুদের হামলার শিকার হতে হয় তাদের। হঠাৎ করে সশস্ত্র জলদস্যুরা ট্রলারে উঠে মারধর করে এবং জেলসেদের অপহরণ করে সুন্দরবনের গভীরে নিয়ে যায়। পরে মুক্তিপণ দাবি করা হয়। মুক্তিপণ না দেওয়া পর্যন্ত জেলসেদের ওপর আনবিরক্ত নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের ভাষা, একেক জন জেলেকে জলদস্যুদের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনতে ২-৩ লাখ টাকা, কখনো তারও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। অনেক সময় গুলিবির হয়ে জেলের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। এই আক্ষেপ শোনা যায় অন্যান্য জেলে ও ট্রলার মালিকদের কণ্ঠেও। তাদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে বাধ্য হয়ে অনেকই পেশা পরিবর্তন করবেন। স্থানীয় জেলে নেতারা জেলসেদের সার সছজ শর্তে ঋণ, জ্বালানিগে ভর্তুকি এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি সমুদ্রে নিরাপত্তা জোরদার করে জলদস্যু দমনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বলেন, সার্গে জেলসেদের ইলিশ মাছ দিয়ে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আর্জিৎ হলেও যুগের পর যুগ চলে গেলেও জেলসেের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের কোনো পদক্ষেপ নেই। চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক ড. অনিসুর রহমান বলেন, জেলসেদের জীবন-জীবিকা চিকিয়ে রাখতে হলে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থায়নিরাপদ পাশাপাশি তাদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। তা না হলে দেশের উপকূলীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এ বিষয়ে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা হাবিবুল হক জানান, বাবাবার বৈরী আবহাওয়া, সাগরে মাছের প্রায়চর্য কম এবং মাঝেমধ্যে জলদস্যুর হামলা-সহ মিলিয়ে জেলেরা সব সময় সমস্যার মধ্যে থাকেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাপস পাল জানান, আইনশৃঙ্খলার মিতিয়ে প্রায় ট্রলার মালিকরা জলদস্যুর হামলার কথা বলেন। তবে এনর ভাষা সগরের ১০০-১৫০ কিলোমিটার গভীরে হওয়া তাত্ক্ষণিক আমাদের কিছু করা থাকে না।

কলাপাড়ায় ৬ ফুট দৈর্ঘ্যের দাঁড়াশ

দুটিকে দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। কালকে বাদামি বর্ণের দাঁড়াশ সাপটি সম্পূর্ণ নির্বিধি ও সবুজ এবং হলুদের মাঝে লাল-কালো ডোরাটাকা বর্ণের কালানাগিনী সাপটি মৃদু বিষধর। এনিমলে লাভারস অফ পুয়াখালীর কলাপাড়া শাখার টিম লিভার রায়জিদ অহসানা বলেন, হলুদালসে ফোন পাওয়ার পরে সাপ দুট উদ্ধার করা হয়েছে। আয়োতগ্ৰাণ্ড হওয়ায় সাপ দুটিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। পুরোপুরি সু হলে সাপ দুটিকে সংরক্ষিত বনে অবমুক্ত করা হবে।

আগৈলঝাড়ায় ভুয়া এনজিও

দিয়ে দরিদ্র পরিবারের কাছ থেকে কর্মীদের মাধ্যমে কোটি টাকা উত্তোলন করে এনজিওটির পরিচালক সায়মন বিশ্বাস। তার ওই কাজে সহযোগিতা করেন খুলনা বিভাগীয় প্রধান মেরী বিশ্বাস, বরিশাল বিভাগীয় প্রধান রিচার্ড রায় এলিও ও তার স্ত্রী বিউটি সরকার। তারা মানুষদের মনে বিশ্বাস অর্জনের লক্ষে আগৈলঝাড়া উপজেলার মরাশ্দিরপাড় গাঁজায় সভা করে এবং সদস্য কার্ডে যীও ব্রীস্টের ছবি ব্যবহার এবং রেজিস্টেশন নম্বর ১৯৮৬ দেখা রদিয়ে। মার্কমী ও সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার বাগধা ইউনিয়নের মরাশ্দিরপাড় গ্রামে ২০১৪ সালের ১৪ নভেম্বর স্বপ্নভানা নামে একটি এনজিওর কার্যক্রম শুরু করেন পরিচালক সায়মন বিশ্বাস, খুলনা বিভাগীয় প্রধান মেরী বিশ্বাস, বরিশাল বিভাগীয় প্রধান রিচার্ড রায় এলিও ও তার স্ত্রী বিউটি সরকার। তারা ওই এনজিওর মার্ট কর্মী হিসেবে আবেদনপত্র জমা নিলেও নিয়োগ সেসমি জন মার্টিন রায়, মিতালী সরকার, রিনা রায়, পিণ্ডু সমদ্দার, রিনা বৈশ্বব, তুষ্মা হর, নিতানন্দা হোসেন। তাদের মৌখিক নির্দেশে আগৈলঝাড়া উপজেলার মরাশ্দিপাড়, ছবিখারপাড়, আশুর, জোবারপাড়, স্রবাড়ি, নাঘিরপাড়, বড়ঘামরা, বাগধা, বাকাল, কোটালীপাড়া উপজেলার নারকেলবাড়ি, পীরেরপাড়, গৌরন্দী উপজেলার মাছিলাড়া ও উজিরপুর উপজেলার পটিবাড়ি, ইন্দুরকানী, কুড়ালিয়া গ্রামসহ বিভিন্ন এলাকার ২২৯ জন সদস্যের কাছ থেকে আধাপাকা খর দেওয়ার কথা বলে ২০ হাজার টাকা করে ও ডাল, ডাল, আটা, চিনি ও তৈল দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে ১ হাজার ৫শত ৩২জন সদস্যের কাছ থেকে ২০৪০ টাকা করে উপভেলন করেন মার্ট কর্মীরা। মার্ট কর্মীদের উপভেলনতত্ত প্রায় কোটি টাকা মার্কমীর রিনা রায় ও তার ছেলে মাখিউ রায় বিভিন্ন বিকারের মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে সায়মন বিশ্বাসের কাছে প্রেরন করেন।

সদস্যদের মাঝে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ঘর ও খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার কথা থাকলে এনজিও’র কথিত পরিচালক সরেজমিন না আসায় মার্ট কর্মীদের সন্দেহ হয়। তারা তাদের সাথে বার বার যোগাযোগ করার পর কথিত পরিচালক মার্ট কর্মীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। এনজিও সদস্য জোবারপাড়া গ্রামের অতুল বালার স্ত্রী গোলাপী বালা জানান, ঘর বলে ২০ হাজার ও খাদ্য সামগ্রী ব্যবদ ২ হাজার ৪০ টাকা এনজিও’র মার্টমীর মিতালী সরকারের কাছে দিয়েছি। কুড়ালিয়া গ্রামের স্টু বাড়ির স্ত্রী আলোমতি কণ্ডে ও জোবারপাড় গ্রামের সুশান্ত বালার স্ত্রী সঞ্জিতা বালার কাছ থেকেও ঘর ও খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার কথা বলে মার্টকর্মীর টাকা নিয়েছে। এ ঘটনায় মার্ট কর্মী রিনা রায় বলেন, মেরী বিশ্বাস, রিচার্ড রায় এলিও ও তার স্ত্রী বিউটি সরকার আগৈলঝাড়ায় এসে খ্রিষ্টানদের গির্জায় সভা করে তারা স্বপ্নভানা নামে এনজিওর কার্ডে যীও ব্রীস্টের ছবিসহ রেজিস্টেশন নম্বর ১৯৮৬ সদস্য কার্ড দেখিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠিত ব্যবহার করে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে প্রভারনা করেন। আমাদের মৌখিক ভাবে তারা কর্মী হিসেবে নির্দেশ দিলে আমি ২৫০জন সদস্যদের কাছ থেকে ১৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা উত্তোলন করে পরিচালক সায়মন বিশ্বাসের বিভিন্ন বিকাশ নথ্যের প্রেরন করেছি। এব্যাপারে মার্ট কর্মী জন রায় জানান, ৪শত ৯৮জন সদস্যের কাছ থেকে ২৫ লক্ষ ২ হাজার টাকা উত্তোলন করে পরিচালক সায়মন বিশ্বাসকে বিভিন্ন বিকাশ নথ্যের প্রেরন করেছি। এব্যাপারে স্বপ্নভানা এনজিও’র সদস্য অর্চনা ওমল ও বন্যা কর্মকার বাদী হয়ে এনজিও’র কর্মী রীনা রায় ও বিউটি রায়ের বিরুদ্ধে আগৈলঝাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ দিয়ে শতাধিক সদস্যরা থানা চত্বরে বই হাতে বিক্ষোভ করেছে। এব্যাপারে অভিযুক্ত রীনা রায় ও বিউটি রায় এলাকায় না থাকায় তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এব্যাপারে উপজেলা সামাজিক কর্মকর্তা তপন বিশ্বাস বলেন, পূর্বের সমাজসেবা কর্মকর্তা সুজাতা দালা ওই এনজিওটির তদন্ত করে নির্দেশ দিয়েছে। তাতে এনজিওটির কোন রেজিস্টেশন নম্বর নেই। যে রেজিস্টেশন নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে ওই নম্বরের তদন্ত করা হয়েছে। এব্যাপারে আগৈলঝাড়া থানার ওসি (সদন্ত) সুসংকর মল্লিক লিখিত অভিযোগ পাওয়ার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তদন্ত করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

মসজিদ নির্মাণ কাজে বিএনপি

কয়েকটি শুক্রবার জুমার নামাজের আগে মুসল্লিদের সঙ্গে আলোচনাও করেন মসজিদ কমিটি। আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে মসজিদ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী ইট, বালু ও সিমেন্ট এনে কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু তত্তে বাধ সাপে ইউনিয়ন বিএনপির নেতা মালিক বিশ্বাস। তার দাবি, মসজিদের জমি নিয়ে কামেলা আছে, তা সমাধান না করলে কীভাবে পুনর্নিরুমাণ বা কাজ করবে। মুসল্লিদের অভিযোগ, দেড় শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম মসজিদের নামে নির্দিষ্ট জমি ওয়াকুফ করা আছে। আমরা সেই জমিতেই কাজ শুরু করছিলাম। তাতে এসে মালিক বিশ্বাস বাধা দেন। মসজিদ কমিটির সভাপতি হারুন অর রশিদ বলেন, আ. রহিম উদ্দিন বিশ্বাস দেড়শত বছর আগে এক শতাংশ জমি দিয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তার ছেলে ফজলুর রহমান বিশ্বাস পাঁচ শতাংশ জমি মৌখিকভাবে মসজিদের নামে দান করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে সেটিকে দলিল মূলে ওয়াকুফ করা হয়। মসজিদটি পুরানো হওয়ায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। তাই মুসল্লিদের সঙ্গে সভা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পুনর্নির্মাণ উদ্যোগ নেওয়া হয়। কাজ শুরু করলেই বিএনপি নেতা পরিচয়দানকারী মালিক বিশ্বাস ভাতে বাধা দেন। জমির কামেলা আছে, তা সমাধান না করে কীভাবে মসজিদ করে, সেখানে তাকে দাওয়াত না দেওয়ার অভিযোগ এ বাধা দেন তিনি। ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. সোহেল মু্লি জানান, মালিক বিশ্বাস ইউনিয়ন বিএনপির জয়েন্ট সেক্রেটারি (মুখ্য সম্পাদক)। মসজিদটি আমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে। তবুও যতটুকু জানি, ওটা প্রাচীনতম এবং ঐতিহ্যবাহী। ৬ শতাংশ জমিও নাকি দান করা আছে। মালিক বিশ্বাস ওই মসজিদের নির্মিত মুসল্লিও না। এখানে মসজিদ পুনর্নির্মিত হলো তো আর কোনো সমস্যা হবার কথা না। মালিক বিশ্বাসের কাছে মুর্তোফোনে জানতেই হলে তিনি বলেন, ‘মেহমান আছে, তাকে চা দিচ্ছেই, পরে ফোন দেবো’, বলে লাইনটি কেটে দেন।

বিএনপি নেতার বাড়ির সামনে

বসে তিনি বিশ্বাসন করছেন। এসময় তিনি গৌরন্দী থানার ওসিসহ পুলিশেরও বিচার দাবি করেন। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় এক নারী নেত্রী এয়ে স্থানীয়রা ওই গৃহখণ্ডকে উদ্ধার করে গৌরন্দী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বাবলি দিনারপুুর সন্নর থানার গোবরাপাড়া এলাকার জিয়াউর রহমানের কন্যা। তিনি বাবলি শধা মুক্ত নন বলে জানিয়ে চিকিৎসক। গৃহখণ্ড থানায় দায়ের করা সাধারণ ডায়েরি সূত্রে জানাচ্ছে, জন্মান্তর বাবলির সাথে মোবাইল ফোনে পরিচয় হয় বরিশালের গৌরন্দী উপজেলার সিরিকল গ্রামের বাসিন্দা তরিকুল ইসলাম বান্দারের মতো তৌহিদুল ইসলাম আশিকের। পরিচয়ের সূত্রদ্বারে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সুবাদে ২০২৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তৌহিদুল ইসলাম আশিকের বাড়িতে আসে জন্মান্তর। ওরদিনই তাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর থেকেই যৌতুকের দানা বাবলির স্বামী তৌহিদুল, নন্দন তামিমা ইসলাম, শাহড়ি ফাহিমদা খানম, শ্বহর তরিকুল ইসলাম থাকে (বাবলি) শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে আসছিল। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী বাবলি ২০২৬ সালের ১৩ জানুয়ারি গৌরন্দী মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলা নং- ১৩/২৬)। পরে পুলিশ শর্তে স্বামীসহ মামলার অন্য আসামিদের জামান করান বাবলি। জামিনে এসে ফের বাবলির ওপর আনুমানিক নির্যাতন চালায় স্বামী তৌহিদুল ও তার পরিবারের লোকজন। এতে হতাশাগ্রস্ত হয়ে গত ১৪ মার্চ স্বামী তৌহিদুল ও তার পরিবারের লোকজনকে অভিযুক্ত করে গৌরন্দী মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন জন্মান্তর বাবলি। কিন্তু রহস্যজনক কারণে থানা পুলিশ থেকে রুল করে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের কাছে স্ত্রীর অধিকার এবং নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে অসহায় বাবলি অসংখ্যবার দ্বি দৈর্ঘ্যে ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন। সর্বশেষ সোমবার (৪ মে) বাবলি বিচারের আশায় বরিশাল উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব রশিদুর রহমান খান মুকুলের গৌরন্দী বন্দরের বাসার সামনে খাণাপাড়ে বসে বিশ্বাসের আত্মহত্যার চেষ্টা করে বাবলি। গৌরন্দীর মসজিদে রাষ্ট্রপতি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে দায়িরাতে চিকিৎসকে টিপু সুলতান বলেন, বর্মদানে এই যুবতী হাসপাতালে ভর্তি রয়ছেন। এখন পর্যন্ত তিনি শতামৃত নন। তাকে ২৪ ঘণ্টার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। রাতে এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে বরিশাল উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব মিলানুর রহমান খান মুকুল ও গৌরন্দী থানার অফিসার ইনচার্জ তারিক হাসান রাব্বিরকে কল করা হলেও তারা রিসিত করেননি।

ভাভারিয়ায় কিশোরীকে ধর্ষণের

আসা-যাওয়ার পথে দগুগ্রাণ্ড আসামি প্রায় সমগ্র তাকে উত্তার করতে ২০১৮ সালের ৩ মার্চ বেলা সাড়ে ৩টার দিকে স্কুল ছুটি হলে আসামি সুমন তাকে জোরপূর্বক ওই গ্রামের ফিরোজ পালায়ানদের খালি বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করে। সে বাড়ি ফিরে তার মামাকে ঘটনাটি বলে। বিষয়টি স্থানীয় লোকজন মারাত্মক ভাবে আশ্বাস দিলেও ভুক্তভোগী ওই কিশোরীর মামা তাঁতে রাজি না হয়ে সুমন বাওলাদারকে আসামি করে ভাভারিয়া থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। পরে তদন্ত শেষে পুলিশ আসামি সুমনের বিরুদ্ধে আদালতের অভিযোগের ওপর গ্রে। সাক্ষ্যক্রমাণে আসামি দেখী সাব্বত হওয়ায় আদালত এই রায় দেন। প্রথমলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন ১০। শিশু নিত্যনত দমন টুইব্রালসের পারুলিক প্রসিকিউটর নুরুল ইসলাম সদস্যর শাহজাহান। তিনি বলেন, ধর্ষণ মামলায় একজনকে জামান্নন করারদ দিয়েছেন আদালত। রায়ের রাষ্ট্রপক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

ইরানকে ‘পৃথিবীর মানচিত্র থেকে

আটকে পড়া শত শত জাহাজের সহায়্যাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সোমবার একটি অভিযান শুরু করেছে, যা এই অঞ্চলকে আরও আরও পূর্গা যুদ্ধের ঝারগ্রাণ্ডে ঠেলে দিয়েছে। তেহরান এই প্রণালীর ওপর তাদের অবরোধ পুনরায় আরোপ করতে চেয়েছিল, যা বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। যদিও মার্কিন সামরিক বাহিনী সাতটি ইরানি ছোট নৌকা ধ্বংস করে এবং ইরানি ত্রুত অস্বীকার ও স্রোত উভয়ই আটক করার দাবি করছেন। তবে ইরান ত্রুত আ স্বীকার করেছে। ৮০০টিরও বেশি জাহাজ এবং প্রায় ২০ হাজার নাবিক এই অঞ্চলে আটকা পড়ে আছেন। সোমবার যুক্ত নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প চলমান মার্কিন নৌ অভিযানকে এখাবকলৈরে সহযোগীরা। ভুক্তভোগী আমির হোসেনের বাবা আঃ রহিম ও তার সন্তান ধোকা ভুট্টো। রাষ্ট্রা দিয়ে যাওয়ার সময় আসামিরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র ও চাপাতি নিয়ে তাদের ওপর খাঁপিয়ে চেড়ে। তারা আঃ রহিমের মাথা, ঘাড় ও গলায় নৃশংসভাবে কুপিয়ে হাড় ও রগ কেটে ফেলে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এই ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হতাকারদের উপর থেকেই আসামি জারিক হোসেন বাঘা ভোলা ছেড়ে গালিয়ে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় পরিচয় গোপন করে অবস্থান করছিল। র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১৫, ক্রাইম থ্রিচেনশন স্পেশালাইজড কোম্পানির একটি অভিযানকে দল গোয়েন্দা তথ্যের সহায়তায় ঘাতকের অবস্থান শনাক্ত করে। ৪ মে সন্ধ্যায় র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১৫ এর একটি অভিযানকে দল কক্সবাজার জেলার চকরীয়া থানারী ২নং বরইতলী ইউনিয়নস্থ মুরাপাড়া পরহাচন্দা এলাকায় কাছাকাছি অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে লাল মিয়ার লোকনের পাশের একটি বাড়ি হতে জারিক হোসেন বাঘাকে গ্রেফতার করা হয়।

আমরা এখনো শুরুই করিনি- যুক্তরাষ্ট্রকে

পূর্বাঘরা বদলে নতুন অবস্থা তৈরি করেছে। ইরানি মনোজ্ঞানে আরও বলগ্রপ্রায় করতে পারে, এমন ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেছেন। ‘আমরা এখনো শুরুই করিনি। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রাম দ্য গার্ভিনেরেণে বারবার বলা হয়েছে, মোহাম্মদ বাবেরে গালিবাফ মঙ্গলবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেছেন, ‘হরমুজ প্রগুলির নতুন সমীকরণ এমন গড়ে উঠছে।’ তিনি সতর্ক করে দেন, বর্তমান ‘হিতাবস্থা’ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বজায় রায়। ‘অসমরী’কে হয়ে উঠেছে। ইরানের প্রধান আলোক গালিবাফ যোগ করেন, ‘যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন এবং অবরোধ আরোপের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা জাহাজ চলাচল ও জ্বালানি পরিবহনের নিরাপত্তাকে ভাগ্যক্রমে হুমকি দেচ্ছে; অবশ্যই তাদের অন্তত শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসবে। আমরা যুব ভালো করেই জানি, বর্তমান স্থিতিবস্থার ধারাবাহিকতা আমেরিকার জন্য অসহনীয়; অথচ আমরা এখনো শুরুই করিনি।’ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি হামলায় দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আব্রাহামহা আলী ধানদিন নিহত হওয়ার পরপরই ইরান হরমুজ প্রগুলি দিয়ে বিদেশি জাহাজ চলাচলের ওপর অবরোধ আরোপ করে। জ্বাৰে ১৩ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানি বন্দন ব্যবহারকারী জাহাজগুলোর ওপর পাল্টা অবরোধ দেন। শুরু হওয়া ট্রাম্পের তথাকথিত ‘প্রাইভি ফ্রিডমের’ লক্ষ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে

কৌশলগত এই জলপথে আটকে পড়া কার্গো জাহাজগুলোকে নিরাপদে বের করে আনা। তবে এতে যুদ্ধ পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেছে। কারণ, ইরানের সামরিক কেন্দ্রীয় কমান্ড সতর্ক করেছে, প্রণালীর দিকে এগিয়ে আসা যেকোনো মার্কিন নৌযানকে তারা আঘাত করবে। সোমবার হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দ্বৈত সামুদ্রিক অবরোধের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান নতুন করে হামলা শুরু করে, যা অঞ্চলটিকে আবার পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের কিনারায় নিয়ে গেছে।

বরিশালে শতাধিক এতিম শিশুর

মোঃ রহমাতুল্লাহ, জুনিয়র আডমিন অ্যান্ড লজিস্টিক অফিসার শিবলী এবং জুনিয়র প্রজেক্ট অফিসার আনুর খান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোছাঃ ফরিদা সুলতানা বলেন, “ইমপ্যাণ্ড ইনিশিয়েটিভের এই মানবিক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি আশা করি, এই শিশুরা ভবিষ্যতে যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।” তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে এসব শিশুর আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকেও সহায়তা অব্যাহত থাকবে। সংস্থাটি জানায়, তাদের অরক্ষান কোয়ার প্রোগ্রামের আওতায় এসব শিশু বছরে চারবার খাদ্যসামগ্রী, সারাবছরের জন্য শিক্ষা উপকরণ ও টিউশন ফি, নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা এবং বছরে দুইবার নতুন পোশাক পেয়ে থাকে। উল্লেখ্য, দাতা সংস্থা মা ইন্টারন্যাশনাল এর সহায়তায় ইমপ্যাণ্ড ইনিশিয়েটিভ সারা দেশে প্রায় ৪০০ এতিম শিশুর সহায়তায় কাজ করে।

১৫ বছর ধরে সংস্কারহীন

অধিকাংশ স্থানের ইট সারে গিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়ছে। কোথাও কোথাও ইট ভেঙে ওড়ছে হয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের অবহেলায় রাস্তার মাঝখান উঁচ হয়ে দুপাশ দেবে গেছে, ফলে রিকশা, ভ্যান বা রিক্সাইকেল তো দূরের কথা, সাধারণ মানুষের হেঁটে চলাই দায় হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে অসুস্থ রোগী, বৃদ্ধ এবং স্কুলগামী কৈশরপণ্য পরিবহন করা একেবারেই অসম্ভব। স্থানীয় বাসিন্দারা ফোড় প্রকাশ করে বলেন, এই রাস্তা দিয়ে এখন চলাচল করা আমাদের জন্য আশাশু্য বার্তার দেওয়া। বর্ষা শুরু হলে দুর্ভোগের সীমা থাকে না। কৃষিপণ্য বাজারে নেওয়া বা জরুরি অবস্থায় রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার কোনো উপায় নেই। আমরা বাবরার জনপ্রতিনিধিদের জানালেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। জরুরি ভিত্তিতে এই বিপত্ত রাস্তাটি পিচ ঢালাই (কার্পেটিং) বা পাকারপণের মাধ্যমে আধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী এলাকাবাসী। রাস্তাটির বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থা ও জনদুর্ভোগের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মিজাঞ্জ উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী (এলজিইডি) চন্দন কুমার আশ্বস্ত করে বলেন, সড়কটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি। জনদুর্ভোগ লাঘবে আমরা দ্রুততম সময়েই মধ্যে সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে একটি টেকনিক্যাল রিপোর্ট তৈরি করব। সড়কটি চলাচলের উপযোগী করতে আনুিক মালের পিচ ঢালাই (কার্পেটিং) রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ চেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালো সুপারিশ পাঠানো হবে জানিয়ে তিনি বলেন, আশা করছি, দ্রুতই ইতিবাচক সাড়া মিলবে এবং এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের কষ্টের অবসান ঘটবে।

দশমিনায় ইয়াবা ও নগদ

লুণ্ঠীপুত্র গ্রামের মৃত রাজ্জাক মুখার ছেলে মো. ইসমাইল মুখা (৩৫) ও গণ্যনাট্য গ্রামের মো. মুকবুল সন্দারের ছেলে মো. এনায়েত হোসেন (৩৫)। থানা সূত্রে জানা যায়, দশমিনা থানার উপপুলিশ পরিদর্শক (এসআই) মাসুম বিদ্বাহ, নাজমুলসহ সঙ্গী ফোর্স গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার নিরাপত রাত ২টার সময় উপজেলার বহরমপুর ইউনিয়নের বড়ড়া গ্রামের নবাব ক্যাটার ব্রিকের ওপর ইয়াবা বিক্রির সময় সেখান থেকে নীরব হাওলাদার ও রুবেল মুখাকে ৬০টি ইয়াবা ও মাদক কারাবরের দুই লাখ টাকাসহ আটক করে। পরে তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়। দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়। অপর দিকে রাত সাড়ে ১০টার সময় দশমিনা থানার উপপুলিশ পরিদর্শক (এসআই) নাজমুল সহ সঙ্গী ফোর্স বেতাগী সানকিপুুর ইউনিয়নের মাছায়ারাজী গ্রামের পটুয়াখালী-দশমিনা সড়কে ইয়াবা বিক্রির সময় ২৫টি ইয়াবাসহ ইসমাইল ও এনায়েতকে গ্রেপ্তার করে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম জানান, নীরব ও রুবেলকে দুপুরে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়। এনায়েত ও ইসমাইলের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে তাদের আদালতে পাঠানো হয়। এ মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আমতলীতে কমিউনিটি ক্লিনিকের

খবর পেয়ে আমতলী থানার অফিসার ইনচার্জ আবু সাহাদাত মোহাম্মদ হাসাইন পারভেজের নির্দেশে এসআই জসিম উদ্দিন ঘটনাস্থলে পরসদ করেন। তিনি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে জানিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। আমতলী সদর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক মো. মনজুন্ন হক কাসার বলেন, একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের চুরি অত্যন্ত দুঃখজনক। ঘটনার সূত্রে তদন্ত ও দেয়াধীর দ্রুত আইনের আওতায় আমর দাবি জানান তিনি। ক্লিনিকের সহ-সহায়কতি মো. জামাল মুখা বলেন, “আমরা গ্রামবাসী এ ঘটনার সূত্রে বিচার চাই এবং অর্থন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বোচ্চ সহযোগিতা কামনা করছি।” কোষাধ্যক্ষ মো. আলিম মাস্টার বলেন, “এই ক্লিনিক থেকে এলাকার গরিব ও অসহায় মানুষ চিকিৎসাসেবা পেয়ে থাকে। চুরির ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্ভিগ্ন। এটি আমাদের সবার সম্পদ, তাই এর নিরাপত্তায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।” এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করছে এবং দ্রুত অপরাধীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে।

ভোলায় হত্যাকাণ্ডের আসামি

ধার দেওয়াকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত হয়। ভুক্তভোগী আমির হোসেনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ফেরত না দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদীরা ভাড়া ওপর প্রথম দফায় হামলা চালায় এবং তাকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। এই ঘটনার সঙ্গে ধরে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে শশীভূষণ ধানার রসুপপুর ৫নং ওয়ার্ডের মহাভায়েক পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ও পে গেতে থাকে ঘাতক জারির হোসেন বাঘা ও তার সহযোগীরা। ভুক্তভোগী আমির হোসেনের বাবা আঃ রহিম ও তার সন্তান ধোকা ভুট্টো। রাষ্ট্রা দিয়ে যাওয়ার সময় আসামিরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র ও চাপাতি নিয়ে তাদের ওপর খাঁপিয়ে চেড়ে। তারা আঃ রহিমের মাথা, ঘাড় ও গলায় নৃশংসভাবে কুপিয়ে হাড় ও রগ কেটে ফেলে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এই ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হতাকারদের উপর থেকেই আসামি জারিক হোসেন বাঘা ভোলা ছেড়ে গালিয়ে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় পরিচয় গোপন করে অবস্থান করছিল। র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১৫, ক্রাইম থ্রিচেনশন স্পেশালাইজড কোম্পানির একটি অভিযানকে দল গোয়েন্দা তথ্যের সহায়তায় ঘাতকের অবস্থান শনাক্ত করে। ৪ মে সন্ধ্যায় র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১৫ এর একটি অভিযানকে দল কক্সবাজার জেলার চকরীয়া থানারী ২নং বরইতলী ইউনিয়নস্থ মুরাপাড়া পরহাচন্দা এলাকায় কাছাকাছি অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে লাল মিয়ার লোকনের পাশের একটি বাড়ি হতে জারিক হোসেন বাঘাকে গ্রেফতার করা হয়।

আগৈলঝাড়ায় কিশোর গ্যাংয়ের

এসএসসি পরীক্ষার্থী আলিম হাওলাদার (১৭) ও সাজিদ হাওলাদার (১৬)সহ ১০-১২ জনের একটি দল হামলা করে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে রাখে। পরে তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ছদ্ম সরদার জানান, উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের পূর্বে রাহাড়া গ্রামের আলমিহান হাওলাদারের ছেলে আলিম হাওলাদার (১৭) ও সুরোদ্র হাওলাদারের ছেলে সাজিদ হাওলাদার (১৬) আমাদের এলাকার একটি মোরগে উত্তার্ত করার অস্ত্র ও চাপাতি নিয়ে তাদের ওপর খাঁপিয়ে চেড়ে। তারা আঃ রহিমের মাথা, ঘাড় ও গলায় নৃশংসভাবে কুপিয়ে হাড় ও রগ কেটে ফেলে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এই ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হতাকারদের উপর থেকেই আসামি জারিক হোসেন বাঘা ভোলা ছেড়ে গালিয়ে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় পরিচয় গোপন করে অবস্থান করছিল। র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১৫, ক্রাইম থ্রিচেনশন স্পেশালাইজড কোম্পানির একটি অভিযানকে দল গোয়েন্দা তথ্যের সহায়তায় ঘাতকের অবস্থান শনাক্ত করে। ৪ মে সন্ধ্যায় র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১৫ এর একটি অভিযানকে দল কক্সবাজার জেলার চকরীয়া থানারী ২নং বরইতলী ইউনিয়নস্থ মুরাপাড়া পরহাচন্দা এলাকায় কাছাকাছি অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে লাল মিয়ার লোকনের পাশের একটি বাড়ি হতে জারিক হোসেন বাঘাকে গ্রেফতার করা হয়।

আগৈলঝাড়ায় কিশোর গ্যাংয়ের

এসএসসি পরীক্ষার্থী আলিম হাওলাদার (১৭) ও সাজিদ হাওলাদার (১৬)সহ ১০-১২ জনের একটি দল হামলা করে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে রাখে। পরে তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ছদ্ম সরদার জানান, উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের পূর্বে রাহাড়া গ্রামের আলমিহান হাওলাদারের ছেলে আলিম হাওলাদার (১৭) ও সুরোদ্র হাওলাদারের ছেলে সাজিদ হাওলাদার (১৬) আমাদের এলাকার একটি মোরগে উত্তার্ত করার অস্ত্র ও চাপাতি নিয়ে তাদের ওপর খাঁপিয়ে চেড়ে। তারা আঃ রহিমের মাথা, ঘাড় ও গলায় নৃশংসভাবে কুপিয়ে হাড় ও রগ কেটে ফেলে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এই ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হতাকারদের উপর থেকেই আসামি জারিক হোসেন বাঘা ভোলা ছেড়ে গালিয়ে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় পরিচয় গোপন করে অবস্থান করছিল। র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১৫, ক্রাইম থ্রিচেনশন স্পেশালাইজড কোম্পানির একটি অভিযানকে দল গোয়েন্দা তথ্যের সহায়তায় ঘাতকের অবস্থান শনাক্ত করে। ৪ মে সন্ধ্যায় র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১৫ এর একটি অভিযানকে দল কক্সবাজার জেলার চকরীয়া থানারী ২নং বরইতলী ইউনিয়নস্থ মুরাপাড়া পরহাচন্দা এলাকায় কাছাকাছি অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে লাল মিয়ার লোকনের পাশের একটি বাড়ি হতে জারিক হোসেন বাঘাকে গ্রেফতার করা হয়।

করে ফেলে রাখে। তখন ওই জমির মালিক মনসুর হাওলাদারসহ স্থানীয়রা আমাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। এর আগেও এই কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা এলাকার বিভিন্ন লোকজনদের মারধর ও মেয়েদের উত্তার্ত করে আসছিলো। এব্যাপারে আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাসুদ খান বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উজিরপুরে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দালালচক্রের

আকস্মিক পরি

কীর্তনখোলা ডেস্ক
ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাক বলেছেন, হরমুজ প্রণালিতে যে স্থিতিাবস্থা বা স্ট্যাটাস ক্যু তৈরি হয়েছে তা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অসহনীয়। তিনি আরও বলেছেন, ইরান তার সামান্য শক্তি ব্যবহার করেই এই ৩ এর পাতায় দেখুন

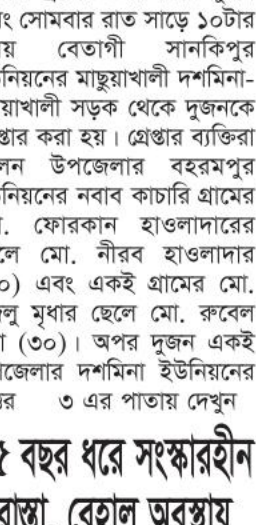


ল মাছ ধরার মৌসুমেও কার্যত
স সময় কাটাতে হচ্ছে
লেদের। জেলেরা জানান,
বরে যাওয়ার সুযোগ পেলেও
জ্বিত মাছ মিলছে না। বারবার
হাতে ফিরে আসায়
ও এর পাতায় দেখুন



জোলা প্রতিদিন

জোলা প্রকৃষ্ণী লক্ষ্যে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অন্ন, গুনি ও গাঁজাসহ দক্ষিণ দিল্লীতে ইউনিয়নের কৃষ্যে সম্ভাবী জাবির ফরাজীকে গ্রেপ্তার করেছে কোম্পানী-১৩ (৪ম) দিবাচর বাহা ওটাটা লিফেস সেক্টর ওপলভার ফীশা এলাকার মেঘনা নদীতে অভিযানকারে ঢাকা থেকে দৌলচাঁদপুরের নদেগাছ হেডে অফ কাক্ষুর্লী-১৩ লক্ষ্যে ওটাটা লিফেস থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়ে। কোম্পানী-১৩, মোবারাক সন্ন্যায় ঢাকা থেকে দৌলচাঁদপুরের নদেগাছ হেডে অফ কাক্ষুর্লী-১৩ লক্ষ্যে ওটাটা লিফেসে আটককৃত জাবির ফরাজী অন্ন, মাদক ও গুনি নিয়ে তারো গুনি এলাকাবাসীকে ধরিয়ে ওটাটা লিফেসে অবস্থানে ছাড়িয়ে কোম্পানী-১৩ের বাহা ওটাটা লিফেস ফীশা এলাকার মেঘনা নদীতে অভিযান চালায়। ও এর পাতায় দেখুন



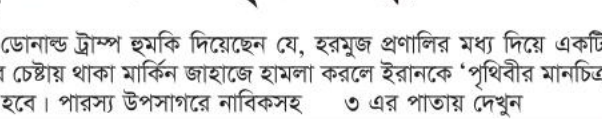
জাতীয় মানবিক উন্নয়ন সংস্থা ইনস্টিটিউট ইনিসিয়েটেড এর উদ্যোগে
বিশ্বশালে ১০২ জন এতিম শিশুর মাঝে ত্রৈমাসিক খাদ্যসামগ্রী, শিক্ষা
ফি, শিক্ষা উপকরণ ও খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৫ এপ্রিল ২০২৩) দিনব্যাপী বর্ণাশ্রমিক অফিসে আয়োজিত
একসঙ্গে শিশুরদের এককালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফি প্রদানসহ
ক্রয়ক্রয়িত খাদ্য ও শিক্ষাসামগ্রী ভূলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষার সদর উপজেলা নির্বাহী
কর্তৃকর্তা মোহাম্মদ ফরিদা সুলতানা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংস্থার
কর্মকর্তা শিক্ষার অফিসের প্রকৌশল অফিসার ও এর পাঠ্যই দেবন।

ଶିକ୍ଷା ଥାଳୀ

ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଦିନ

বরিশাল ॥ বুধবার ॥ ০৬ মে ২০২৬ ॥ ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩

পিতাভক্তি প্রতিনিধি
 পিতাভক্তিগুরু কিশোরীকান্ত ধর্মপাল
 পিতাভক্তিগুরু মো. সুমন হালাদোয়ার
 (৩৬) সুমনের এজন্যকম
 স্বাধীনতা পারশাপতি বিরোধে
 স্বাধীনতা পারশাপতি ভাংছে ১০
 হাজার টকা জরিমানা দেওয়া
 হয়েছে ৬ মাসের কারাদন্ড আদেশ



মসজিদ নির্মাণ কাজে বিএনপি
নেতার বাধা, মসল্লিদের ক্ষোভ

ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসবাড়ি মসজিদটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিলো। সরকারি সহায়তা, মুসল্লি এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের দান-অনুদানে মসজিদটি পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ নিয়ে ৩ এর পাতায় দেখুন



চর এককরিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আলম মালথিয়া
ছেলে। একই ঘটনায় নিখোঁজ অপর জেলে ৩ এর পাতায় দেখুন।



একাধিক পুলিশ সদস্য ও নারী পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। পুলিশ ও এর পাতায় দেখুন

বিশিষ্টাধির রাহমানির রাহিম



কম্পিউটারের সবকিছুই
আপনার নাগালে

ঈশিতা কম্পিউটার

All Kinds Of Computer Solution,
Accessories Selling, Training
& Digital Photography

উপজেলা রোড, মাগেলঝাতা, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭১৫২১০৫৪৬

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহমেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক
 মায়ের দেয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় : সৌরভ লজ, গোড়াটান দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykironkhola@gmail.com